দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 17 OCT 1993
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ...

04

স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুবিধা

আগামী দুই হাজার সালের মধ্যে দেশের সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধার আওতায় আনা হইবে। এ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদনে জানা যায়, এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে ব্যয় হইবে এক শো তিন কোটি টাকা। দেশের জেলা শহরগুলির ছাত্রছাত্রীদের প্রথম পর্যায়ে এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হইবে। রোগ-ব্যাধি-পীড়িত দেশে যেখানে স্বাস্থ্যসচেতনতা অত্যন্ত কম এবং আধুনিক ও উন্নত চিকিৎসার সুযোগ সীমিত সেখানে স্কুল পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূলে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য এই নীতিরও বাস্তবায়ন করার কথা। তাহা হইলে এই কর্মসূচীর অধীনে সকলেরই চিকিৎসার বন্দোবস্ত হওয়ার কথা। ইহার পাশাপাশি যদি আরও নির্দিষ্টভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে তাহা জনস্বাস্থ্যের জন্য যে একটি কল্যাণমূলক ব্যবস্থা হইবে তাহা বোধ করি না বলিলেই চলে। কিন্তু কথা হইল বিনামূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থার এই কর্মসূচী কেবল ঘোষণা ও আনুষ্ঠানিকতার আড়ম্বরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না বাস্তবে কাজের কাজ কিছু হইবে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে বই ও বিনামূল্যে পোশাক দেওয়ার কথাও আমরা শুনিয়াছি। বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথাও কিছু কম বলা হয় নাই। কিন্তু এসব কোন কর্মসূচীরই বাস্তব সাফল্য তেমন চোখে পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সেখানেই সংশয় ও দুশ্চিন্তা। না হইলে আইডিয়া ও উদ্যোগ হিসাবে এই স্কুলের কর্মক্রম নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কেবল ঘোষণা নয়, তাহার সার্থক বাস্তবায়নই বড় কথা।

দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থার সংকটের কথা নূতন করিয়া বলিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। চিকিৎসা ব্যবস্থার এই সংকট ও রোগব্যাধির এই বাস্তবতার মুখে শিশু-কিশোরদের জীবন যে কতোখানি বিপদাপন্ন তাহা দেশের শিশুমৃত্যুর হার দেখিলেই অনুমান করা যায়। সব উন্নত সমাজেই স্কুল পর্যায়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। আর শৈশব ও কৈশোরেই স্বাস্থ্য গঠনেরও সময়। আমাদের দেশে অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের কারণে শিশু-কিশোরেরাই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে রোগব্যাধি ও অপুষ্টির শিকার। সাবিকভাবে দেশে স্বাস্থ্য সুবিধাও সীমিত। সেদিক হইতে বিশেষ স্কুল ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্বাস্থ্য সুবিধার ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হইলে এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রতিষেধক ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইলে তাহা সাবিকভাবে জনস্বাস্থ্যের উন্নতিরই সহায়ক হইবে। আগেও আমাদের মতো দরিদ্র দেশগুলিতেও স্কুল পর্যায়ে স্বাস্থ্য সুবিধার ব্যবস্থা ছিল। স্কুলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং টিকা-ইনজেকশন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হইত। অথচ দেশে যখন স্বাস্থ্য সুবিধা সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে তখন স্কুল পর্যায়ে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার চল তেমন চোখে পড়ে না।

এদিকে দেশের অগণিত শিশু-কিশোর অপুষ্টি ও বিভিন্ন রোগাব্যাধির শিকার। স্কুল পর্যায়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকিলেও শিশু-কিশোরদের বোধকরি এভাবে রোগ্যব্যাধি ও অপুষ্টির শিকার হইতে হইত না। স্কুল পর্যায়ের এই বিনামূল্যে চিকিৎসা কর্মসূচীর প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করা হইতেছে জেলা শহরগুলিতে। অবশ্য এক্ষেত্রে গ্রাম পর্যায়েই চিকিৎসার সুযোগ প্রথম প্রদান করা উচিত ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ গ্রামেই চিকিৎসার সুযোগ কম এবং গ্রাম পর্যায়ে শিশু-কিশোরেরাই অধিক হারে অপুষ্টি ও রোগব্যাধির শিকার। স্কুল পর্যায়ের এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কর্মসূচী যাহাতে দেশের শিশু-কিশোরদের রোগব্যাধিমুক্ত সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী করিয়া তুলিতে সমর্থ হয় সে জন্য ইহার সুষ্ঠু ও সফল বাস্তবায়ন প্রয়োজন।